9061 - দোয়ায়ে কুনুত পড়া কি ওয়াজিব? মুখস্থ না থাকলে কি পড়বে

প্রশ্ন

বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করতে আমার খুব কষ্ট হয়; যেমন বিতিরের নামাযের দোয়ায়ে কুনুত। এ কারণে আমি এ দোয়ার জায়গায় একটি সূরা পড়তাম। যখন আমি জানতে পারলাম যে, এ দোয়া পড়া ফরজ; তখন দোয়াটি মুখস্থ করার চেষ্টা করতে থাকি। আমি নামাযের মধ্যে একটি বই থেকে দেখে দেখে দোয়াটি পড়ি। বইটিকে আমার পাশে একটি টেবিলের উপরে রাখি। আমি কিবলামুখী থাকেই বই থেকে দোয়াটি পড়ি। আমার এ আমলটি কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

১. বিতিরের নামাযে কোন একটি কাগজ কিংবা পুস্তিকা থেকে দেখে দেখে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে কোন অসুবিধা নেই; যাতে করে আপনি দোয়াটি মুখস্ত করে নিতে পারেন। মুখস্থ হয়ে গেলে আর বই দেখা লাগবে না; আপনি মুখস্থ থেকে দোয়া করতে পারবেন; যেমন যে ব্যক্তির কুরআনের বেশি কিছু মুখস্থ নেই নফল নামাযে তার জন্য কুরআন শরিফ দেখে পড়া জায়েয আছে।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়ার হুকুম কি? এবং এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিল কি?

উত্তরে তিনি বলেন: রমযানে কিয়ামুল লাইলের নামাযে কুরআন শরিফ দেখে পড়তে কোন বাধা নেই। কারণ এতে করে মুসল্লিদিরকে সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ শুনানো যেতে পারে। এবং যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর দলিলের মাধ্যমে নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে; যা মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) দেখে পড়া ও মুখস্থ থেকে পড়া উভয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করে। আয়শা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁর আযাদকৃত দাস যাকওয়ানকে কিয়ামে রমযানে তাঁর ইমামতি করার নির্দেশ দিতেন এবং সে মুসহাফ দেখে দেখে কুরআন পড়ত।[ইমাম বুখারি তাঁর সহিহ গ্রন্থে এ উক্তিটি নিশ্চিয়তাজ্ঞাপক ভাষায় সংকলন করেছেন]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/১৫৫)]

২. বিতিরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দে হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং মুসল্লি অন্য কোন দোয়াও করতে পারেন এবং হাদিসের শব্দের বাইরে কিছু বাড়াতেও পারেন। এমনকি যদি কুরআনের যেসব

আয়াতে দোয়া আছে এমন কিছু আয়াত পড়নে সটোও জায়যে আছে। ইমাম নববী বলনে: জনেে রাখুন, অগ্রগণ্য মাযহাব মত, কুনুতরে জন্য সুনর্দিষ্টি কোন দোয়া নইে। তাই যে কোন দোয়া পড়লে এর দ্বারা কুনুত হয়ে যাব; এমনকি দোয়া সম্বলতি এক বা একাধকি কুরআনরে আয়াত পড়লওে কুনুতরে উদ্দশ্যে হাছলি হয়ে যাব। তব, হাদসিে যে দোয়া এসছে সটো পড়া উত্তম।[ইমাম নববীর 'আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৫০]

৩. প্রশ্নকারী ভাই যা উল্লখে করছেনে য, তনিি দোয়ায়ে কুনুতরে পরবির্তে কুরআন পড়তনে নঃিসন্দহে এটা করা ঠকি হয়নি। কারণ কুনুতরে উদ্দশ্যে হচ্ছ- দোয়া করা। তাই যসেব আয়াতে দোয়া আছে সসেব আয়াত পড়া ও সগেুলো দয়িে কুনুত করা জায়যে হব। যমেন ধরুন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] [آل عمران: 8

(অনুবাদ:হে আমাদরে রব্ব! সরল পথ প্রদর্শনরে পর তুমি আমাদরে অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করনো এবং তোমার নকিট থকেে আমাদগিকে অনুগ্রহ দান কর। তুমইি সব কছিুর দাতা।)[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮]

৪. প্রশ্নকারী ভাই উল্লখে করছেনে য, দোয়ায়ে কুনুত পড়া ফরয; এ কথা সহহি নয়। বরং দোয়ায়ে কুনুত পড়া সুন্নত। তাই মুসল্লি যদি দোয়ায়ে কুনুত নাও পড়নে নামায সহহি হব।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়ছেলি, রমযান মাসে বতিরিরে নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়ার হুকুম কি? দোয়ায়ে কুনুত বাদ দয়ো কি জায়যে?

জবাবে তনিি বলনে: বতিরি নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া সুন্নত। যদি কখনও কখনও বাদ দয়ে এতে কোন অসুবধিা নইে।

তাঁকে আরও জজ্ঞিসে করা হয়: যে ব্যক্তি প্রতি রাতে বতিরিরে নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়; এ আমল কি সলফে সালহেীন থকেে বর্ণতি আছ?

উত্তরে তনিি বলনে: এতে কোন অসুবধিা নইে। বরং এটি পালন করা সুন্নত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুসাইন বনি আলী (রাঃ) কে বতিরিরে নামাযরে 'দোয়ায়ে কুনুত' শখিাতনে। তনিি দোয়ায়ে কুনুত কখনও কখনও বাদ দয়ো কংিবা নয়িমতি পড়া কোন নর্দিশে দনেনি। এতে প্রমাণতি হয় য, উভয়টি করা জায়যে। উবাই বনি কাব (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, তনিি যখন মসজদিে নববীতে সাহাবীদরে ইমামতি করতনে তখন তনিি কোন কোন রাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়তনে না; সম্ভবত তনিি এটা এ জন্য করতনে যাতে করে মানুষ জানতে পার য, দোয়ায়ে কুনুত পড়া ওয়াজবি নয়।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (২/১৫৯)]